৬। প্রত্যংশ বা আকৃতি বা প্রকার (Mode) :

K. Gupta – 157.

স্পিনোজা প্রত্যংশ বা আকৃতি বা প্রকার (Mode) সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রবর্তন করে এক ও অদ্বিতীয় অপরিবর্তনীয় দ্রব্য থেকে বহু রকমের পরিবর্তনশীল বস্তুর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন। তাঁর মতে প্রত্যংশ বা আকৃতি (mode) দ্রব্যের পরিবর্তিত আকার বা অবস্থা ("the modification of substance"); তার অস্তিত্ব ও ধারণা স্ব-নির্ভরশীল নয়, নিয়ত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ একমাত্র দ্রব্যের সাহায্যেই তার অস্তিত্ব সংরক্ষিত হয় ও তাকে জানা যায় ("that which

exists in, and is conceived through, something other than itself") দ্রব্য স্ব-নির্ভরশীল (self-dependent) ও স্ব-বেদ্য (self-intelligible) ; কিন্তু প্রত্যংশ বা আকৃতি (mode) কখনও স্ব-নির্ভরশীল ও স্ব-বেদ্য হতে পারে না ; তার অস্তিত্ব দ্রব্যের মধ্যে নিহিত এবং দ্রব্য থেকে নিঃসৃত। জাগতিক বিভিন্ন সসীম ও বিশেষ পদার্থসমূহ অসীম ও অনন্ত দ্রব্যের এক একটি আকৃতি। পরম দ্রব্য ঈশ্বর চৈতন্য ও বিস্তৃতি—এই দুটি গুণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হন, এজন্য জগতের সসীম বস্তুসমূহের কোন কোনটি চৈতন্যের আর কোন কোনটি বিস্তৃতির বিশেষ বিশেষ আকার ও অবস্থা। চৈতন্য ও বিস্তৃতি—এই দ্বিবিধ গুণ পরম দ্রব্যের প্রকাশ ; আবার বিশেষ বিশেষ সসীম জড়দেহ ও মন, গতি ও চিন্তা, বিস্তৃতি ও চৈতন্যের পরবর্তী স্তরের দ্রব্যের আকার বা অবস্থাবিশেষ। সসীম বস্তুসমূহের কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য নেই ; তারা যেহেতু সীমাবদ্ধ সেহেতু তাদের প্রকৃত সত্তা নেই ; তাদের মধ্যে যা সত্য ও অস্তিত্বশীল তা হল তাদের অন্তর্নিহিত এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর ; ঈশ্বরের বহির্ভূত কিছু নেই ; এজন্য এগুলি অপরিবর্তনীয় পরমদ্রব্য ঈশ্বরের পরিবর্তনশীল ও অনিত্য আকারমাত্র। একমাত্র অসীম দ্রব্যের সহিত সম্পর্কিত করেই তাদের জানা যায় বলে আমরা মনে করি যে, তাদের অস্তিত্ব আছে ; কিন্তু বস্তুতঃ তাদের স্বকীয় স্বতন্ত্র সত্তা নেই। ('Finite things are modi of the infinite substance, mere states, variable states, of God. By themselves they are nothing, since out of God nothing exists. They possess existence only in so far as they are conceived in their connection with the infinite, that is, as transitory forms of the unchangeable substance") সমুদ্রের সহিত তরঙ্গের যেরূপ সম্বন্ধ দ্রব্যের সহিত আকৃতিরও সেরূপ সম্বন্ধ ; আকৃতিগুলি স্বরূপতঃ অনিত্য ও সত্তাহীন ; প্রতিনিয়ত তাদের বিলুপ্তি ঘটছে। ("The modes are to substance what the waves are to the sea—shapes that perpetually die away, that never are.")

বিস্তৃতি ও চৈতন্য—এই দুপ্রকার গুণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে দু' প্রকার আকৃতি (modes) আছে। বিস্তৃতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আকৃতি হল গতি (motion) ও বিরাম (rest) ; অপরপক্ষে, চৈতন্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আকৃতি হল বোধ (understanding) ও ইচ্ছা (will)। কিন্তু আকৃতির স্বরূপ ও প্রকারভেদ যাই হোক না কেন, তা একমাত্র সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষণস্থায়ী সত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ঈশ্বর সকল প্রকার আকৃতির ঊর্ধ্বে, কারণ দ্রব্যের আবশ্যিক সত্তা আছে ; অপরপক্ষে, সসীম বস্তুসমূহ সর্তাধীন ও নিছক সম্ভাব্য মাত্র। ("God stands above all modality ; for substance has necessary existence, whereas finite things are contingent and merely possible).

সসীম পদার্থ-সমূহ অবিরাম ও অন্তহীন কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ;

কাজেই কোন জাগতিক ঘটনাই আকস্মিকভাবে ঘটে না বা কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য দ্বারাও পরিচালিত হয় না। জাগতিক ঘটনাবলীর কোন আদি বা মূল কারণ নেই ; একটি ঘটনা আর একটি দ্বারা উৎপন্ন হয় ; আবার সেই কারণটি অপর একটি কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়, এইভাবে যাবতীয় ঘটনাই তাদের পূর্ববর্তী কোন না কোন কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ; অর্থাৎ সসীম বস্তু কখনও স্ব-নির্ভরশীল নয়। সসীম পদার্থসমূহের ক্ষেত্রে কার্য-কারণের অনুক্রম অফুরন্ত। বিস্তৃতির একটি আকার তার পূর্ববর্তী আর একটি বিস্তৃতির আকারের দ্বারা উৎপন্ন হয় ; তদনুরূপ চৈতন্যের একটি আকার তার পূর্ববর্তী আর একটি চৈতন্যের আকারের কার্য। কিন্তু বিস্তৃতি ও চৈতন্য—এই দুটি গুণ পরস্পর সমান্তরাল অর্থাৎ এই দুটি গুণের মধ্যে পারস্পরিক কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই বলে বিস্তৃতির কোন আকৃতি চৈতন্যের কোন আকৃতি উৎপন্ন করতে পারে না বা চৈতন্যের কোন আকৃতিও বিস্তৃতির কোন আকৃতিকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।

পরিশেষে, একথাও উল্লেখযোগ্য যে স্পিনোজা এক অর্থে আকৃতিকে অসীম ও নিত্য বলেছেন আবার আর এক অর্থে তাকে সসীম ও অনিত্য বলেছেন। ("In one sense, modes are infinite and necessary, in another sense they are finite and temporal.") কোন একটি জাতি (Species) নিত্য, কিন্তু তার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় ; বিশেষ বিশেষ পদার্থ বিলোপ প্রাপ্য হয়, কিন্তু সাধারণ জাতি বা শ্রেণী শাশ্বত। বুদ্ধি এবং ইচ্ছা নিয়ত অস্তিত্বশীল, কিন্তু বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের জন্ম ও মৃত্যু আছে। নিত্য ও অসীম দ্রব্য ঈশ্বর নিজেকে চিরকাল সুনির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত করেন, সেই সুনির্দিষ্ট আকার-সমূহও অসীম ও নিত্য ও এগুলি বিশেষ বিশেষ সসীম বস্তুর অসীম সমষ্টি (the connected sum of the modes, the itself non-finite sum-total of the finite.")। এই অসীম জাতিগত আকৃতিসমূহই (infinite modes) অসীম ঈশ্বর এবং জাগতিক সসীম পদার্থগুলির মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে। অর্থাৎ স্পিনোজা অসীম আকৃতিসমূহের (infinite modes) প্রবর্তন করে এগুলির মাধ্যমেই ঈশ্বরের অমূর্ত ধারণা থেকে সসীম ও বিশেষ বিশেষ জাগতিক পদার্থের উপনীত হয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বর আকৃতিসমূহের মূল কারণ হলেও তিনি অবভাসিক আকৃতিগুলির নিমিত্ত কারণ নন, উপাদান কারণমাত্র। তিনি বিশুদ্ধ অদ্বৈতসত্তা আর আকৃতি বা প্রত্যংশ-গুলি হল এক ও অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ সত্তা ঈশ্বরের অবভাসিক প্রকাশমাত্র।

সমালোচনা : আমরা সমালোচনা প্রসঙ্গে একথা বলতে চাই যে, স্পিনোজার জ্যামিতিক পদ্ধতি অনুসারে পরম দ্রব্য থেকে সকল বিষয় আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয় ; কিন্তু যে পরম দ্রব্য অসীম অপরিবর্তনীয় ও নিত্য তা থেকে একমাত্র অসীম, অপরিবর্তনীয় ও নিত্য বিষয়ই অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হতে পারে, ন্যায়সঙ্গতভাবে বা অনুসিদ্ধান্ত রূপে সসীম, পরিবর্তনশীল ও অনিত্য কোন বস্তুই নিঃসৃত হতে পারে না। কাজেই স্পিনোজার পক্ষে সসীম ও অনিত্য প্রত্যংশ বা আকৃতির (finite and

temporal modes) প্রবর্তন তাঁর জ্যামিতিক পদ্ধতির দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। যে বাস্তব ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় তিনি পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তাকে তিনি একমাত্র জ্যামিতিক পদ্ধতি দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন বলেই তিনি অসীম ও সসীম, নিত্য ও অনিত্য, অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনশীল বিষয়গুলির মধ্যে সন্তোষজনক সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি। সসীম বস্তু স্পিনোজার মতে অসীম ঈশ্বর থেকে নিঃসৃত, কিন্তু সসীমতা অসীম সত্তা থেকে কার্য-কারণ সূত্রেও পাওয়া যায় না। তাঁর মতে কার্য ও কারণের মধ্যে আবশ্যিকতা বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে কার্য কারণের অনুরূপ হতে বাধ্য। তা হলে অসীম কারণ সসীম কার্যের ব্যাখ্যা কিরূপে হতে পারে তা বোঝা যায় না।